দৈনিক সংবাদ

05 NOV 1991

তারিখ ... 06 NOV 1991

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

92

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা

।। রুহুল গনি জ্যোতি ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ছাত্রলীগ (আ–অ) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমর্থকদের মধ্যে গত ২৭শে অক্টোবর রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ ঘোষণার পর ১০ দিন অতিবাহিত হলেও উভয় সংগঠনের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে এ পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ইতিপূর্বে দেয়া ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কথা।

এদিকে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সরকারী ব্যর্থতার অভিযোগে গত শনিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৮

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ খোলার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা

(১ম পাতার পর)

দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের জন্যে দায়ী কাউকে পুলিশ এ পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে বিষয়টি তদন্তের ভার গোয়েন্দা শাখার হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

সংঘর্ষের পরদিন থেকেই ক্যাম্পাসে পুলিশী টহল জোরদার করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশের সকল রাস্তার মোড়ে 'রাস্তা বন্ধ' সাইন বোর্ড ঝুলানো হয়েছে। ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের বিচরণ রয়েছে আগের মতই অবাধ।

সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যানবাহন প্রবেশ বন্ধ করে দেয়ার ফলে আজিমপুর ও লালবাগসহ শহরের পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট এলাকার সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদেরকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ওই সব এলাকা থেকে গুলিস্তান রুটের গাড়ী ও টেম্পুগুলো ইতিপূর্বে পলাশী মোড় হয়ে শহীদ সরণী অথবা নীলক্ষেত সড়ক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যাতায়াত করত। বর্তমানে সবগুলো গাড়ির রুট পরিবর্তন করে হয় শাহবাগ দিয়ে নয়তো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে দু'টি রাস্তাতেই যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।